Family dispute resolved through DLSA…

Pre-litigation Case No.-189/2023 dated : 11-09-2023

(Pramila Rana -vs- Smt. Chabi Rana)

Pramila Rana, a resident of Salboni village, under Jhargram district recently approached the office of the DLSA, Jhargram and shared that his son lives in Mumbai for work. Only she and her son's wife reside at the house of Salboni village. In absence of his son, his wife started torturing her both physically and mentally. On protesting, the wife of her son drove her out of the house.

Upon receiving this complaint, the DLSA in Jhargram took proactive steps by initiating a pre-litigation case (Case No. 189/2023, dated 11.09.2023). Notices were duly issued to both parties involved. The Secretary of DLSA, Jhargram, and the legal advocate representing DLSA, Jhargram, engaged with both parties, providing counseling and guidance throughout the process.

Following the counseling sessions, both the parties agreed to settle their dispute amicably. Thus, a dispute of family was successfully resolved with the active intervention of DLSA, Jhargram.

The news is well published via local print and electronic media.

মাছের ঝোলে নুন বেশি! কোর্টে মামলা শাশুড়ির

এই সময়, ঝাড়গ্রাম: মাছের ঝোল নুন পোড়া। দুপুরে খেতে বসে বৌমার সঙ্গে এই নিয়ে তুমুল অশান্তি শুরু হয় শাশুড়ির। গন্ডগোলের জেরে শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে গোপীবল্লভপুরে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। ঝাড়গ্রামের ঘুটিয়ার শালবনি গ্রামে বউমা-শাশুড়ির এই বিবাদ গড়ায় আদালত পর্যন্ত। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি প্রি-লিটিগেশন মামলা রুজু করেন ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকার। দু'পক্ষকে নোটিস দিয়ে মঙ্গলবার আদালতে ডেকে পাঠান তিনি। এ দিন বিচারকের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন শাশুড়ি ও বউমা। বিচারকের হস্তক্ষেপে নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেন তাঁরা। বউমা ছবি রানা বলেন, 'আমাদের বাড়িতে শনিবার ছাড়া প্রতিদিনই মাছের ঝোল ও ভাত হয়। কিন্তু সে দিন ভুল করে মাছের ঝোলে একটু বেশি নুন পড়ে গিয়েছিল। তার জেরে বাড়িতে গন্ডগোল করে শাশুড়ি মেয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পরে আদালতের নোটিস পাওয়ার পরে জানতে পারি, শাশুড়ি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।'

ছেলে উত্তম রানা কর্মসূত্রে মুম্বইতে থাকেন। ফলে বউমা ছবি রানার কাছেই থাকতেন বৃদ্ধা। এ দিন প্রমীলা রানা বলেন, 'বউমা ঠিক মতো রান্না করতে পারে না। সময়ে খেতেও দিত না। তাই গন্ডগোল হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে যে সমস্যা ছিল, তা মিটে গিয়েছে।' প্রায়

গোপীবল্লভপুর

৪ সপ্তাহ পরে এ দিন শাশুড়ি-বউমা হাত ধরে একসঙ্গে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পার্শ্ব আইনি সহায়ক জয়ন্ত দে বলেন, 'শাশুড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারক বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তারপর এদিন উভয়কে আদালতে ডেকে শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে রানা পরিবারে শাশুড়ি ও বউমার মধ্যে ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয়েছে।'

শাশুড়ি-বৌমার অশান্তি মিটল আদালতে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝাড়গ্রাম

মাছের ঝোলে নুন বেশি। সেই নিয়ে শাশুড়ি-বৌমার তুমুল অশান্তি গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। অবশেষে মঙ্গলবার বিচারকের হস্তক্ষেপে রাগ-অভিমান মিটল তাঁদের।

ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি থানার ঘুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রমিলা রানা সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। প্রমিলার অভিযোগ ছিল, তাঁর বৌমা ছবি রানা প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ছবি তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন বলেও অভিযোগ। তারপরে প্রমিলা তাঁর মেয়ের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেন। প্রমীলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে শাশুড়ি ও বৌমা উভয়পক্ষকেই নোটিস পাঠায় ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ।

হাতে নোটিস পাওয়ার পর বৌমা বিষয়টি জানান পাড়ার মোড়লদের। তাঁরা সালিশি সভা ডাকেন। তবে সমস্যা মেটেনি। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে ছিল ওই মামলার শুনানি। সেখানে শাশুড়ি ও বৌমা উভয়েই হাজির হন। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিচারক তথা সচিব সুক্তি সরকার উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মামলার সমাধান করেন। গলে বরফ। স্বাভাবিক হয় দু'জনের সম্পর্ক।

আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস থেকে বেরিয়ে দু'জনেই একে ওপরের প্রশংসা করেন। শাশুড়ি প্রমিলা বলেন, "আমার বৌমা খুবই ভাল। ও ঠিকমতো রান্না করতে ও সময়ে খেতে দিতে পারত না। তাই মাঝে মাঝেই গোলমাল হত।" বৌমা ছবির কথায়, "আমাদের বাড়িতে শনিবার ছাড়া প্রতিদিনই প্রায় মাছের ঝোল ও ভাত হয়। সেদিন ভুল করে মাছের ঝোলে বেশি নুন পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বাড়িতে গোলমাল করে মেয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পরে আমার বিরুদ্ধে মামলাও করেন। এখন সব সমস্যা মিটে গিয়েছে।"

মাছের ঝোলে অত্যাধিক নুন, জামবনীতে শাশুড়ি-বউমার ঝগড়া গড়াল আদালতে

বিচারকের হস্তক্ষেপে সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম: মাছের ঝোলে অস্বাভাবিক নুন। তাতেই শাশুড়ি ও বউমার তুমুল অশান্তি। তবে সেই মাছের ঝোল গড়াল একেবারে আদালত পর্যন্ত। অবশেষে বিচারকের হস্তক্ষেপে রাগ-অভিমান ভাঙল দু'জনের। হাতে হাত রেখে বাড়ি গেলেন শাশুড়ি ও বউমা। মঙ্গলবার এমনই এক ঘটনার সাক্ষী রইল ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় একমাস আগে জামবনী থানার ঘুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রমিলা রানা ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, বউমা ছবি রানা প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। বাড়ি থেকেও তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলে কর্মসূত্রে মুম্বইতে থাকে বলে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। কোনও উপায় না পেয়ে তিনি বর্তমানে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের আকনা গ্রামে মেয়ের বাড়িতে রয়েছেন। এরপর ওই বৃদ্ধা ঝাড়গ্রাম আদালতের এক মুহুরির সহযোগিতায় ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে যান। প্রমিলাদেবীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে শাশুড়ি ও বউমা উভয়পক্ষকে নোটিস পাঠায় ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। নোটিস হাতে পেয়েই বউমা হতভম্ব হয়ে যান। আজ, মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে মামলার শুনানির জন্য হাজির হন শাশুড়ি ও বউমা।

ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিচারক তথা সচিব সুক্তি সরকার উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মামলার সমাধান করেন। আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস থেকে বেরিয়ে শাশুড়ি বলেন, বউমা খুবই ভালো। রান্না নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। অপরদিকে বউমা ছবি রানা বলেন, বাড়িতে শনিবার ছাড়া প্রতিদিনই প্রায় মাছের ঝোল ও ভাত হয়। কিন্তু সেদিন ভুল করে মাছের ঝোলে বেশি নুন পড়ে গিয়েছিল। তাই শাশুড়ি বাড়ি ছেড়ে মেয়ের বাড়ি চলে যান।

ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পিএলভি (প্যারা লিগ্যাল ভলেন্টিয়ার) জয়ন্ত দে বলেন, এক বৃদ্ধা বউমার নামে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়েই আমাদের সচিব ম্যাডাম গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখে সমাধানের ব্যবস্থা করেন।

News published in BARTAMAN, ANADABAZAAR PATRIKA & EI SAMAY on 06.10.2023